গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং: ৪৫.১৪১.১১৬.০০.০০.০০১.২০১৬-১৫

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪২৭ / ১৯ জানুয়ারী ২০২১

বিষয়: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ প্রেরণ

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৫.২০-৩৬ সংখ্যক পত্র

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি ২৪ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সূত্রোক্ত স্মারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত তালিকার নিম্নরূপ ক্রমিকের বিষয়গুলোর হালনাগাদ তথ্যাদি চাওয়া হয়েছেঃ

(৪) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম;
(১০) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা;
(১১) কোভিড-১৯ সনাক্তকরণের জন্য ল্যাব নির্ধারণ;
(১২) আইসোলেশন সেন্টার ও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা সংক্রান্ত;
(১৪) চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রদত্ত সুরক্ষা সামগ্রী ও প্রণোদনা;
(১৫) কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবায় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম এবং
(২৩) উপকারভোগী সংক্রান্ত তথ্যাদি।

এমতাবস্থায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রের আলোকে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক **৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত** উপরোল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি আবশ্যিকভাবে **আগামী ২১.০১.২০২১ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে** হার্ড কপি এবং সফট কপি ও ই-মেইল মাধ্যমে (ই-মেইল-monitor@hsd.gov.bd) প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক

১৯/১/২০২১

(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@hsd.gov.bd

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
২। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৩। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৫। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৬। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৭। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৮। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
রিপোর্ট অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৫.২০.৩৬

তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০২০
০৪ মাঘ ১৪২৭

বিষয়: **করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ প্রেরণ।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৫.২০.৩০৩; তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হতে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবেদনসমূহ সংকলিত করে এর একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য এর তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করা প্রয়োজন। খসড়া প্রতিবেদনে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশ এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, খসড়া প্রতিবেদনে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশে তথ্য **৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত** হালনাগাদ করে প্রতিবেদন **আগামী ২৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের** মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রিপোর্ট অধিশাখায় (ই-মেইল: report_sec@cabinet.gov.bd) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। **উল্লেখ্য, প্রেরিত সকল তথ্য NIKOSH ফন্টে এবং সংশোধনী অংশ bold/underline করে প্রেরণ করতে হবে।**

সংযুক্তি: খসড়া প্রতিবেদন (১ কপি)।

(চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদ)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব
স্বাস্থ্য সেবা ..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

অনুলিপি:
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

(১) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তাঁর অনুসৃত ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ শুরু থেকে নিরলস কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশে এই ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করে। একটি National Preparedness and Response Plan for COVID-19, Bangladesh প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনাটিতে ৩টি মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

- বিদেশ থেকে এই করোনা ভাইরাসের আগমন নিয়ন্ত্রণ;
- দেশের মধ্যে করোনা ভাইরাস এসে পড়লে তার বিস্তার নিয়ন্ত্রণ;
- আক্রান্তদের চিহ্নিতকরণসহ তাদেরকে পৃথক করে চিকিৎসা প্রদান।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

(২) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন রয়েছে ৭টি অধিদপ্তর/দপ্তর-স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, নিমিউ এন্ড টিসি এবং টেমো। এ সকল অধিদপ্তর/দপ্তরের আওতাধীন রয়েছে অসংখ্য সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

(৩) কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত প্রারম্ভিক পদক্ষেপসমূহ:

- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ গণচীন উহান শহরে নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রাদুর্ভাবের তথ্য প্রকাশ করে। ৪ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা চীনে ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাবের কথা ঘোষণা করে;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৪ জানুয়ারি ২০২০ থেকেই দেশের বিমানবন্দরসহ সকল স্থল ও নৌবন্দরে বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীর স্ক্রিনিং শুরু করে। ১৭ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৩৩ জন যাত্রীকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে;

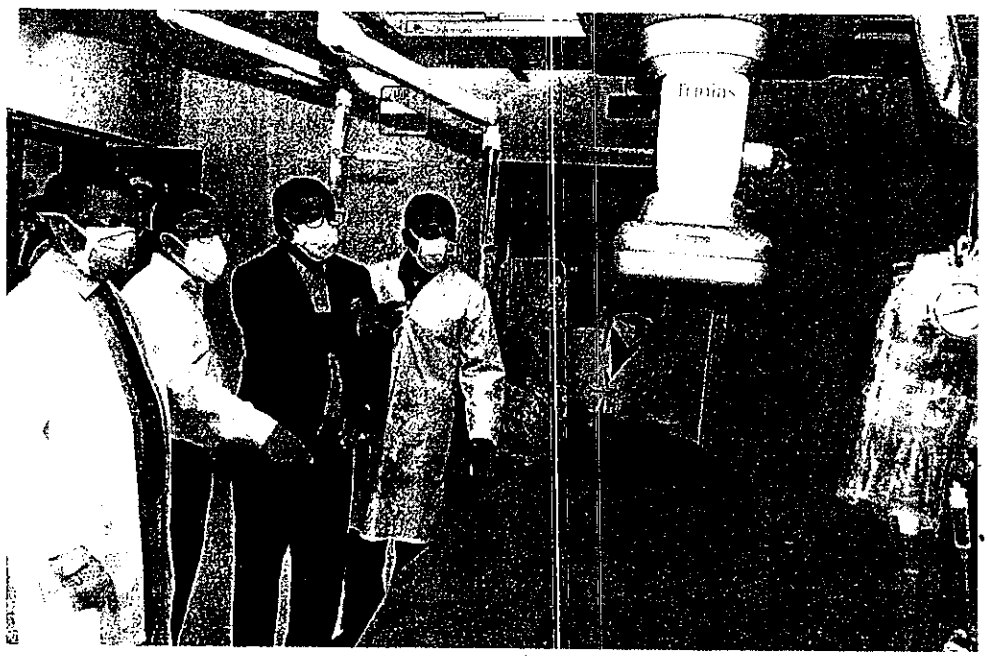

চিত্র: ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে নবনির্মিত কার্ডিয়াক ক্যাথল্যাব জোন-২ এর উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করেন।

- আইইডিসিআর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় পিপিই এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে থাকে;
- ২১ জানুয়ারি ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সদয় অবহিত করা হয়;

- ২২ জানুয়ারি ২০২০ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে ব্রিফিং দেওয়া হয়;
- ২৬ জানুয়ারি ২০২০ আইইডিসিআর-এ প্রথম করোনা কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়;
- ৩০ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি অব ইন্টারন্যাশনাল কনসার্ন ঘোষণা করে;
- ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সম্পূর্ণ সরকারি ব্যয়ে উহান থেকে ৩১২ বাংলাদেশিকে বিমান বাংলাদেশ যোগে দেশে ফেরত আনা হয়। তাদের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অদূরে অবস্থিত আশকোনা হজ্ব ক্যাম্পে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১ মার্চ ২০২০ আন্তঃমন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা কোভিড প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে। সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যার আনুপাতিক হারে আইসোলেশন ইউনিট খোলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়;
- করোনার অবনতিশীল বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে ৪ মার্চ ২০২০ আইইডিসিআর-এ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রথম সমন্বিত করোনা কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়;
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় গণমাধ্যমসমূহে তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ, পোস্টার এবং লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়।
- দেশে প্রথম কোভিড সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয় ৮ মার্চ ২০২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করে বিষয়টি তাকে অবহিত করলে তিনি তাৎক্ষণিক গণমাধ্যমে তা ঘোষণা করার নির্দেশ দেন;
- নারায়ণগঞ্জ, মাদারীপুরের শিবচর ও ঢাকার মিরপুরে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সকল জায়গায় স্থানীয় লকডাউন আরোপ করা হয়। ১৮ মার্চ ২০২০ দেশের করোনাজনিত প্রথম মৃত্যু ঘটে;
- স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্পের সহায়তায় পিপিই উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পিপিই, এন৯৫ মাস্ক ও সুরক্ষা সামগ্রীর মান নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একটি টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dghs.gov.bd-এ করোনা ড্যাশবোর্ড তৈরি করে এবং নতুন করোনা ওয়েব পোর্টাল www.corona.gov.bd চালু করে প্রতিদিনকার হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ও জনসচেতনতামূলক পরামর্শ প্রচার করা হতো;
- প্রতিদিন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং জনসাধারণের জন্য ইলেকট্রনিক প্লাটফর্মে মিডিয়া ব্রিফিং দেওয়া এবং প্রতিদিন কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়;
- করোনাকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ে অফিস সার্বক্ষণিক খোলা রেখে করোনা মোকাবেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৪) **কোভিড-১৯ মোকাবেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম:**

- বিশ্বব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় 'কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস' শীর্ষক প্রকল্পটি ১,১২,৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৭,৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২ জুন ২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এ প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Co-lending করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। সে লক্ষ্যে AIIB কর্তৃক প্রদেয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চিহ্নিত করে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং দুটি সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে আইসিইউ ইউনিট স্থাপন,

পিসিআর ল্যাব স্থাপন, আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন এবং ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ২টি বৃহৎ সমুদ্র বন্দরে Medical Center স্থাপন, রিএজেন্ট ও পিপিই সংগ্রহ, টেস্টিং কীট সংগ্রহ, মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালে ইনফেকশন কন্ট্রোল ইউনিট, সেন্ট্রাল লিকুইড অক্সিজেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনে করোনা ভ্যাক্সিন ক্রয় বাবদ ৬০০ কোটি টাকা এবং রেপিড এন্টিজেন টেস্ট চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ সংস্থান করা হয়েছে;

- এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর সহায়তায় 'কোভিড-১৯ রেসপন্স ইমারজেন্সি এ্যাসিসটেন্স' শীর্ষক প্রকল্পটি ১,৩৬,৪৫৬.৩৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫১,৪৫৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৪,৯৯৬.৮৭ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১২ মে ২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২ জুন ২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটিতে আইসিইউ ইউনিট স্থাপন, ভেন্টিলেটর ক্রয়, পিসিআর ল্যাব স্থাপন (সরঞ্জামাদিসহ), মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন, ২৬টি স্থল বন্দরে স্ক্রিনিং সুবিধাসহ Medical Center স্থাপন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল ইউনিট, স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পার্সোনেল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ, সেন্ট্রাল লিকুইড অক্সিজেন, ডায়াগনস্টিক টেস্টিং কীট ও রিএজেন্ট প্রভৃতি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া এডিবি'র অনুদান সহায়তায় ২.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে সমমূল্যের লজিস্টিক (মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদি) সাপোর্ট এবং ৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মেডিকেল যন্ত্রপাতি, মেডিসিন এবং ভ্যাক্সিন সরবরাহের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- বিশ্বব্যাংকের 'Pandemic Emergency Financing Facility (PEF)' খাত থেকে অনুদান সহায়তা হিসাবে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য ১৪.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত অনুদান সহায়তা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি, ডায়াগনোস্টিক টেস্টিং রি-এজেন্ট, এমএসআর ক্রয়, জনবল সহায়তা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় করা হচ্ছে। এ অনুদান সহায়তায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অত্র মন্ত্রণালয় থেকে WFP এবং UNFPA কে Accredited Responding Agency হিসাবে নিয়োজিত করা হয়েছে;

- দক্ষিণ কোরিয়া সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারকে বাজেট সহায়তা হিসাবে বাংলাদেশকে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নমনীয় ঋণ সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে। এছাড়া ইকুইপমেন্ট লোন হিসাবে প্রায় ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশের কোভিড-১৯ এর জরুরি কর্মসূচির জন্য কোরিয়া সরকার ইডিসিএফ এর অধীনে এই ঋণ প্রদান করা হবে।

- কোভিড মোকাবেলায় জাপান সরকার ৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মেডিকেল যন্ত্রপাতি অনুদান সহায়তা হিসাবে প্রদান করছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ইআরডির সাথে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে Exchange of Note স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৫) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গঠিত জাতীয় কমিটি গঠন:

- আমাদের দেশে প্রথম সংক্রমণ সনাক্ত হয় ৮ মার্চ এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম রোগির মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। কিন্তু ১ মার্চ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আন্তঃমন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা কোভিড প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়, পরবর্তীতে বিভাগ, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৮টি মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করা হয়েছে কোভিড মোকাবেলার জন্য। এ সকল কমিটির মাধ্যমে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং হোম কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

(৬) Co-ordination cell গঠন:

- সার্বিক বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একটি Co-ordination cell করা হয়েছে। যেখানে সকল বিষয়ে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা তথ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এবং সেখান থেকে WHO এবং UNICEF-এর কর্মকর্তারাও প্রতিনিয়ত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। জনগণ যাতে সার্বক্ষণিক কোভিড বিষয়ে জরুরি পরামর্শ পেতে পারেন সেজন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ৫০টি Hotline নম্বর চালু করা হয়।

(৭) **আন্তঃমন্ত্রণালয় সংযোগ ও গণসচেতনতা:**

- এই মহামারী যুদ্ধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিটি হাসপাতাল-ক্লিনিকে, প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় সেবা প্রদান করছেন। লকডাউনের সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, মেয়রবৃন্দ সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। মানুষকে সচেতন করার জন্য টিভি মিডিয়াতে বার্তা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে যেমন- মাস্ক পড়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ভীড় এড়িয়ে চলা, বার বার হাত ধোয়া প্রভৃতি এবং এ বিষয়ে একটি স্বাস্থ্যবিধি তৈরি করে সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছে [প্রকাশিত বিভিন্ন গাইড লাইন এ সাথে প্রেরণ করা হয়েছে];

চিত্র: ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

- সর্বোপরি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী এবং সময়োপযোগী নির্দেশনায় নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(৮) **বিদেশ প্রত্যাগতদের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ:**

- জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক চীনে ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাবের ঘোষণা করার পরপরই আমাদের দেশে বিমান, নৌ ও স্থল বন্দরগুলোতে স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং প্রত্যেক জায়গায় স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ১২ লক্ষ বিদেশ প্রত্যাগত লোককে স্ক্রিনিং করা হয়েছে;
- সকল বিদেশ প্রত্যাগতদেরকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশনা যেমন- কিভাবে হোম কোয়ারেন্টাইন করতে হবে, অসুস্থ হলে কী করণীয় তা অবহিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে;
- ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে চীন থেকে দু'বারে প্রায় ৫০০ আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফেরত আনার পর তাদের হোম কোয়ারেন্টাইন সফলভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তারা সুস্থ হয়েছেন।

(৯) **দেশব্যাপী সাধারণ লকডাউন:**

- মার্চের ২৬ তারিখ থেকে দেশব্যাপী সাধারণ লকডাউন কার্যকর করা হয় এবং পরবর্তীতে এলাকাভিত্তিক জোনিং সিস্টেমে লকডাউন কার্যকর করা হয়;

- সারাদেশে প্রশাসন, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ এ সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন করেন, এতে অনেকে করোনা আক্রান্ত হন এবং কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের এই ত্যাগ জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে;
- মাননীয় সংসদ সদস্যগণ স্ব-স্ব এলাকায় লকডাউন কার্যকর এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সমন্বয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে এরিয়াভিত্তিক লকডাউন কার্যকর করা হয়েছে।

(১০) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা:

- ১৭ নভেম্বর ২০২০-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সারাদেশে ৩৩টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে ১১,৪৫৯টি জেনারেল শয্যা এবং ৫৫৯টি আইসিইউ শয্যা চালু করা হয়েছে। সকল জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কর্মপক্ষে ০৫টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে;
- শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই ১৯টি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে;
- সারাদেশে কোভিড সংশ্লিষ্ট অক্সিজেন সিলিন্ডার ১৩,৬০১ টি, হাই-ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা ৬০৪টি, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ৩৯৫টি এবং ৫০৩টি ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং ৭৮টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপন করা হয়েছে;
- সরকার পরিচালিত কোভিড হাসপাতালগুলোতে কোভিড রোগীদের জন্য উপর্যুক্ত পথ্য ও ঔষধপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, থাকা-খাওয়া, যাতায়াত, কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে;

(১১) **কোভিড-১৯ সনাক্তকরণের জন্য ল্যাব নির্ধারণ:**

- একমাত্র আইইডিসিআর ছাড়া দেশে করোনা পরীক্ষার জন্য আর কোথাও আরটি পিসিআর ল্যাবরেটরি ছিল না। বর্তমানে ১১৭ টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা করা হচ্ছে;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নির্দেশনায় গার্মেন্টস কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পৃথক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

(১২) **আইসোলেশন সেন্টার ও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত:**

- দেশের অভ্যন্তরে সন্দেহভাজন রোগীদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ যাবৎ ৫,৬৭,২৭১ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন, ৮৮,৭৪৫ জনকে আইসোলেশন করা হয়। এ পর্যন্ত ৪,৩৬,৬৮৪ জন ব্যক্তির কোভিড-১৯ পজিটিভ সনাক্ত করা হয়েছে, এর মধ্যে ৭৭,৫৩৫ জন ব্যক্তি হাসপাতালে ও বাড়িতে চিকিৎসাধীন আছেন এবং ৩, ৫২,৮৯৫ জন ব্যক্তি সুস্থ হয়েছেন এবং ৬,২৫৪ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন;
- স্বল্প সময়ের মধ্যে বসুন্ধরা, দিয়া বাড়ি ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৩,০০০ হাজার শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন সেন্টার প্রস্তুত করা হয়েছে;
- বিদেশ প্রত্যাগত বাংলাদেশীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য উত্তরা দিয়াবাড়ী, আশকোনা হাজি ক্যাম্প, BRAC সেন্টারকে কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এক বা একাধিক আইসোলেশন সেন্টার করা হয়;
- দেশের স্থল, নৌ, বিমানবন্দরের মাধ্যমে দেশে প্রবেশকারী মোট ১১,৯৫,৬৩৩ জন যাত্রীকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে;
- সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালকে কোভিড-১৯ রোগীদের পাশাপাশি যথাযথ স্বাস্থ্য প্রটোকল মেনে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান;

- উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত দেশের সকল হাসপাতালে করোনা রোগী বহনের জন্য সার্বক্ষনিক প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে সমস্ত হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্সের অপ্রতুলতা ছিল সে সব স্থানে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।

(১৩) **বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগকৃত জনবল ও সেবা ক্রয়:**

- কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিদ্যমান চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব এটেনডেন্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ানসহ অন্যান্য সাপোর্টিং স্টাফের অপ্রতুলতা ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত জনবল নিয়োগ ও সেবা ক্রয় করা হয়েছে;

- ২,০০০ চিকিৎসক এবং ৪,০০০ নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আরও ২,০০০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/হাসপাতালে আউট সোর্সিং ২,৬৫৪ জন ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট, আয়া, ওয়ার্ডবয় ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সেবা ক্রয় করা হয়েছে;

- নবসৃষ্ট মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ১,২০০টি, মেডিকেল টেকনিশিয়ান ১,৬৫০টি এবং কার্ডিওগ্রাফার ১৫০টিসহ মোট ৩,০০০ পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

(১৪) **চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রদত্ত সুরক্ষা সামগ্রী ও প্রণোদনা:**

- এ যাবৎ চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ৪,১৫,২৮০টি পিপিই, ১৩,২০,০০০ মাস্ক, ৪ লক্ষ হ্যান্ড গ্লাভস্, ও ৪ লক্ষ হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী মজুদ রয়েছে;

- কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা সেবার দায়িত্ব পালনকালে তাদের আইসোলেশনে রাখার জন্য যানবাহন সুবিধাসহ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দায়িত্ব পালনকালে পৃথক অবস্থানের জন্য ভাতা, দুই মাসের মূল-বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

- বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শে চিকিৎসাকর্মীদের Quarantine-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য ঢাকা শহরে প্রায় ৫০টি হোটেলের ব্যবস্থা, যাতায়াতের সুব্যবস্থা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে করা হয়েছে।

- কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ সারাদেশে সহজলভ্য করা হয়েছে ফলে মৃত্যুহার অনেক কমে গেছে;

- ইডিসিএল-এর উৎপাদন অব্যাহত রাখায় কোন হাসপাতালে কখনও ঔষধের ঘাটতি দেখা দেয়নি;

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

(১৫) **কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবায় টেলিমেডিসিন কার্যক্রম:**

- আইসিটি ডিভিশন পরিচালিত জাতীয় টেলিসেবা হটলাইন ৩৩৩-কে কোভিড সেবার সাথে যুক্ত করা হয়। ১৮ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় টেলিসেবা হটলাইন ৩৩৩-এর মাধ্যমে মোট ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৩২১টি কল গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে;

- বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নেওয়া কোভিড সংক্রমিত ব্যক্তিদের ফলোআপসহ ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৬৮ জনকে টেলিমেডিসিন সেবা দেওয়া হয়েছে;

- স্বেচ্ছাসেবিসহ করোনাভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হটলাইনে যুক্ত আছেন ৪,২১৭ জন চিকিৎসক;

- মোবাইল ফোনে কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান হটলাইনের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন (১৬২৬৩), জাতীয় টেলিসেবা হটলাইন ৩৩৩ এবং আইইডিসিআর (১০৬৫৫)-এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২ কোটি ২৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৮৮ জন ব্যক্তিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) **কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:**

- দেশের ৬৪টি জেলার ৫,১০০ ডাক্তার এবং ১,৭০০ নার্সকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের ম্যানেজমেন্ট ও ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- RT-PCR-এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ ও পরীক্ষা যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সারাদেশে অন-লাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(১৭) **কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংগ্রহ প্রয়াস:**

- ৪ জুন ২০২০ তারিখে যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে লন্ডনে Global Vaccine Summit ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত Vaccine Summit-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও বার্তা প্রেরণ করে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা Vaccine Summit-এ খুবই প্রশংসিত হয়। উক্ত ভিডিও বার্তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunization), সুইজারল্যান্ড ধন্যবাদপত্র প্রদান করে;
- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ৯ জুলাই ২০২০ GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunization)-এর নিকট EOI প্রেরণ করা হয় এবং ১৪ জুলাই ২০২০ তারিখে তা গৃহীত হয় ও বাংলাদেশকে AMC (Advance Market Commitment)-ভুক্ত ভ্যাকসিন পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ৯২টি দেশের তালিকাভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে কোভিড-১৯ ভেকসিন সংগ্রহ, বিতরণ ও প্রয়োগ বিষয়ে ২১ সদস্যদের আরও একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত প্রতিটি দেশ এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ১৯ নভেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫.০০ টায় ভ্যাকসিন বিষয়ে Covax, AMC-এর সাথে online সভা সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। Covax Facility-তে AMC সদস্য হিসাবে ভ্যাকসিন প্রাপ্তির আনুষ্ঠানিক আবেদন দাখিলের বিষয়ে উক্ত সভায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ সম্ভাব্য ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের প্রাক প্রস্তুতি অংশ হিসাবে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য, ভ্যাকসিন প্রয়োগ সংক্রান্ত সরঞ্জাম, জনবল, কোল্ড চেইন ধারণ ক্ষমতা, প্রশিক্ষণ, পরিবহন ব্যবস্থা, বাজেট, বিষয়ে Need Assessment কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- Sinovac : চীনের বেসরকারি কোম্পানি Sinovac কর্তৃক তৈরিকৃত Vaccine-এর phase-III trial বিষয়ে আইসিডিডিআর'বি কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে Sinovac-Vaccine এর 3rd Phase ট্রায়ালের জন্য Icddr'b কে অনুমোদন প্রদান করে। এ বিষয়ে Icddr'b প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ Sinovac-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Weining Meng-এর সাথে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জুম মিটিং হয়। Phase-III trial-এর বিলম্বের বিষয়ে আলোচনা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে একই দিন Sinovac-এর পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর ট্রায়ালের ৫০ ভাগ Co-financing-এর প্রস্তাব দিয়ে পত্র দেওয়া হয়। পত্রে উল্লেখ করা হয় আগস্টে বাংলাদেশে ট্রায়াল শুরুর পরিকল্পনা থাকলেও অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হওয়ায় CEPI (Coalitation for Epidemic Preparedness Innovations) কর্তৃক প্রদত্ত ফান্ড অন্যদেশে ব্যবহার করা হয়েছে, এক্ষেত্রে CEPI বাংলাদেশে ট্রায়ালের জন্য অর্থ যোগান দিবে না মর্মে সিনোভেককে জানায়। সে কারণে শীঘ্রই বাংলাদেশ stage-III ট্রায়াল শুরু সম্ভব নয়। তবে তহবিল পূণবিন্যাস করে অক্টোবরের শেষে বা নভেম্বরের শুরুতে ট্রায়াল শুরু করা সম্ভব হবে। তবুও বর্ণিত ট্রায়াল সম্পন্ন করতে কো-ফান্ডিং-এর প্রয়োজন হবে মর্মে জানান। প্রস্তাবিত কো-ফান্ডিং-এর পরিমাণ কম বেশি ২৯ কোটি টাকা ($ 3.5 million), সরকার icddr'b-এর অনুকূলে প্রদান করলে অনতিবিলম্বে ট্রায়াল শুরু করা সম্ভব হবে মর্মে জানান। এছাড়া ট্রায়াল শেষে বাংলাদেশকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্বল্পমূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান ও বাংলাদেশে ভ্যাকসিন উৎপাদনে প্রযুক্তি হস্তান্তরের অংগীকার ব্যক্ত করা হয়। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ব্রাজিলে ১৩,০০০, তুরস্কে ১৩,০০০ ও ইন্দোনেশিয়ায় ২,০০০ মানুষের উপর পরীক্ষা চলমান রয়েছে। ডাবল ডোজ এই ভ্যাকসিনটির প্রতি ডোজের মূল্য ১১ থেকে ১৬ ইউএস ডলার এর মধ্যে নির্ধারিত থেকে পারে।

পরীক্ষার অনুমোদন পাওয়ার পর অদ্যাবধি ট্রায়াল শুরু হয়নি। icddr'b-এর সাথে Sinovac-এর যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

- রাশিয়ার তৈরি Sputnik-V ভ্যাকসিন :

  রাশিয়ার Gamaleya National Research Centre for Epidemiology and Microbiology কর্তৃক তৈরি Sputnik-V ভ্যাকসিন, ১১ আগস্ট ২০২০ তারিখে রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিশ্বের প্রথম কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন হিসাবে অনুমোদন প্রদান করে। উক্ত ভ্যাকসিনের বিষয়ে ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার মান্যবর রাষ্টদূত Mr. Alexander Ignotov, মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বরাবর পত্র প্রেরণ করেন এবং রাশিয়ার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যে কোন চুক্তির বিষয়ে দূতাবাস সহযোগিতা করবেন বলে জানান;

- ২৬ শে আগস্ট ২০২০ তারিখে রাশিয়ার দূতাবাস অপর এক পত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জানান যে, Sputnik-V ভ্যাকসিন বিষয়ে রাশিয়া ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড, বাংলাদেশে উক্ত ভ্যাকসিন এর চাহিদার বিষয়ে সরাসরি ক্রয়, 3rd Phase Clinical trial এবং টেকনোলজি হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। রাশিয়ার দূতাবাস কর্তৃক উল্লিখিত যোগাযোগের প্রেক্ষিতে ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, রাশিয়ার মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বরাবর Sputnik-V ভ্যাকসিন প্রাপ্তি ও স্থানীয় ঔষধ কোম্পানি উক্ত ভ্যাকসিন যাতে দেশে উৎপাদন করতে পারে সে লক্ষ্যে টেকনোলজি হস্তান্তরের বিষয়ে পত্র প্রেরণ করেন। একই উদ্দেশ্যে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মহোদয় ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মহাপরিচালক, Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology রাশিয়া বরাবর পত্র প্রেরণ করেন;

- ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে Sputnik-V ভ্যাকসিন বিষয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আলোচনার লক্ষ্যে তারিখ ও সময় চেয়ে রাশিয়া দূতাবাসের মিনিস্টার- কাউন্সিলর Sergei Popov, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত বরাবর আগামি ২১-২৪ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে রাশিয়ান ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (RDIF)-এর সাথে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে অনলাইন জুম মিটিং করার আগ্রহ ব্যক্ত করে পত্র প্রেরণ করেন;

- রাশিয়ান ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের পক্ষ বাংলাদেশের সাথে অনলাইন জুম মিটিং করার সম্মতি ইমেইল এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪.০০ টা থেকে ৫.০০ টায়, রাশিয়া RDIF-এর শীর্ষ কর্মকর্তাগণের সাথে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জুম মিটিং করেন। জুম মিটিং-এ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে Phase-III ট্রায়াল, টেকনোলজি ট্রান্সফার, সর্বশেষ অগ্রগতি ও ভ্যাকসিন পাওয়ার পদ্ধতিগত বিষয় জানতে চাওয়া হয়। রাশিয়ার RDIF-এর পক্ষ থেকে ট্রায়াল, কোন কোম্পানি আগ্রহী হলে প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি বা G to G MOU স্বাক্ষরের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়। রাশিয়ার প্রস্তাবের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

- Sanofi/GSK : Sanofi and GSK প্রোটিন base কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর তৃতীয় পর্যায়ে Clinical trial এর জন্য বাংলাদেশের দুটি প্রতিষ্ঠানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে USA এর ১১ টি investigational side এ 1st এবং 2nd phase ট্রায়াল হচ্ছে। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ সানোফির পক্ষ থেকে Phase-III ট্রায়ালের বিষয়ে সানোফির এশিয়া প্যাসিফিক প্রধান Dr. Carina Frago, ভার্চুয়াল মিটিং-এর প্রস্তাব করেন। Sanofi-এ সাথে মাননীয় মন্ত্রীর জুম মিটিং হয়েছে। CRO হিসাবে BSMMU ও icddr'b এর সাথে দু'টি ভেন্যু প্রতিটিতে ৫০০ জন করে ট্রায়ালের আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

- Pfizer : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মহোদয়, Pfizer-এর উৎপাদিত Covid-19 ভ্যাকসিন প্রাপ্তি এবং টেকনোলজি হস্তান্তের লক্ষ্যে চিফ এক্সিকিউটিভ, ফাইজার ইনকর্পোরেটেড, যুক্তরাষ্ট্র বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, ফাইজার- Biotech-এর উৎপাদিত ভ্যাকসিনের সংরক্ষণ তাপমাত্রা মাইনাস ৭০ ডিগ্রি সে.। বাংলাদেশে এই তাপমাত্রায় সংরক্ষণযোগ্য কোন Cold-Chain নেই।

চিত্র: ৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক-এর উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করোনা ভাইরাসের টিকা সরবরাহ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার, ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশের বেক্সিমকো ফার্মার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ভারতের তৈরি উৎপাদিত ভ্যাকসিন প্রাপ্তি সংক্রান্ত: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভারতে উৎপাদিত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। একই উদ্দেশ্য ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, চেয়ারম্যান ও এমডি, সিরাম ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়া (SII) বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে SII এর উৎপাদন সক্ষমতার অধিকাংশ ভ্যাকসিন বিভিন্ন দেশে সরবরাহের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। যে উৎপাদন সক্ষমতা অবশিষ্ট আছে তাতে SII, বাংলাদেশকে ৩০ মিলিয়ন (তিন কোটি) ডোজ Oxford/AstraZeneca, SARS-CoV-2 AZD 1222 Vaccine, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর মাধ্যমে (WHO-এর অনুমোদন সাপেক্ষে) সরবরাহ করতে পারে। যার মূল্য প্রতি ডোজ সর্বোচ্চ ৪ (চার) ইউএস ডলার, পরিবহন খরচ প্রতি ডোজ অতিরিক্ত ১ ইউএস ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদনের ৬ মাসের মধ্যে শতভাগ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এই ভ্যাকসিনটি ২-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণযোগ্য। এ বিষয়ে ৩০ মিলিয়ন (তিন কোটি) ডোজ Oxford/AstraZeneca, SARS-CoV-2 AZD 1222 Vaccine,, থেকে প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার তথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া (SII)-এর মধ্যে ৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ভ্যাকসিন ক্রয়ের লক্ষ্যে ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে ভ্যাকসিন ক্রয় এবংঅন্যান্য খরচ বাবদ ১,৫৮৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান ও আর্থিক মঞ্জুরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগ ভ্যাকসিন ক্রয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুকূলে ৭৩৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। বর্তমানে Vaccine ক্রয় সংক্রান্তে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCEA), সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ ও ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১৮) ভ্যাকসিন ট্রায়াল অনুমোদন: সর্বশেষ ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনাব জাহিদ মালেক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ICDDRB কর্তৃক SINOVAC-এর Vaccine ট্রায়ালের বিষয়ে সরকারি সম্মতির কথা প্রচার মাধ্যমকে জানানো হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশি দেশ

ভারতের প্রতিষ্ঠান ভারত বায়োটেক কর্তৃক উদ্ভাবিত Vaccine-এর ফেজ-৩ ট্রায়ালের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

(১৯) বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে সম্পৃক্তকরণ: সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালকে চিকিৎসা সেবায় সংযুক্ত করা হয়েছে। শুরুতে তারা চিকিৎসা সেবা দিতে পারছিল না, তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ডাক্তার দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সবগুলো স্বনামধন্য বেসরকারি হাসপাতালে সকল কোভিড ও নন-কোভিড হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

(২০) নন-কোভিড রোগিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা: কোভিড রোগীদের পাশাপাশি নন-কোভিড বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ যেমন- ক্যান্সার, কিডনি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা ও প্রসব সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। যদিও এত স্বল্প সময়ে হাসপাতাল সংখ্যা দ্বিগুণ করা সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সেবা ব্যাহত হয়নি।

(২১) **বিভিন্ন কমিটি ও মনিটরিং সেল গঠন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কার্যক্রম:**

- জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কোভিড-১৯ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক ০৭ ধরনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিভিল সার্জন অফিস ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এতদ্‌সংক্রান্ত মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। যেখান থেকে প্রতিদিন সারাদেশের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে;

- করোনাভাইরাস মোকাবেলায় গৃহীত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে মোট আট বিভাগের জন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ৮ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- মহামারী প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সে লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ জনগণের মধ্যে পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার ফেস্টুন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। জনসমাগম রোধ করার জন্য এরিয়াভিত্তিক লক ডাউন, সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে পত্র দেওয়া হয়;
- সকল বিমানবন্দর এবং স্থলবন্দরে স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং বিদেশ ফেরতদের হাতে লিফলেট, স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রদান করা হচ্ছে। সকল গার্মেন্টেসে স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য বিজেএমইএ'র সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- মৃত ব্যক্তিদের দাফন/সৎকারের প্রটোকল নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুসরণ করে কোভিড-১৯ ট্রিটমেন্ট প্রটোকল আটবার হালনাগাদ করা হয়েছে।

(২২) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর কর্তৃক আরো যেসব নীতি-পদ্ধতি সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো হচ্ছে:

- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কারিগরি নির্দেশনা বিষয়ক এ পর্যন্ত মোট ৮টি গাইডলাইন, ২৬টি নির্দেশিকা এবং ১১টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি;
- কোভিড-১৯ ল্যাবরেটরী সম্প্রসারণ নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন;
- কোভিড-১৯ মোকাবেলা সম্পর্কিত টাস্কফোর্স গঠন;
- Bangladesh Preparedness and Response Plan for COVID-19 প্রণয়ন, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এবং ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রণয়ন;
- বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেবা প্রদানের গাইডলাইন অনুমোদন, মাস্ক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি;
- বিভিন্ন গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানায় অনুসরণীয় স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা;
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকির জনভিত্তিক সংযমন (Containment) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কৌশল অনুমোদন;
- করোনাকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুকরণের বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন;
- স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কর্তৃক কোভিড-১৯ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪টি গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(২৩) **উপকারভোগী :** সারাদেশে এ পর্যন্ত কোভিড-১৯ সন্দেহে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে মোট ২৫,৭২,৯৫২ জনের, সনাক্ত হয়েছে ৪,৩৫,৫৮৪ জন, কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে ৫,৬৭,২৭১ জনকে, আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৮৮,৭৪৫ জনকে, বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হয়েছে ১১,৯৫,১৩৩ জনের, বিদেশ গমনেচ্ছুক যাত্রীদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১,৪৭,৪৫৪ জনের।

(২৪) আর্থিক সংশ্লেষ: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের রাজস্ব বাজেটে কর্মচারীদের প্রণোদনার জন্য সম্মানী খাতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। করোনার টিকা ক্রয় বাবদ অর্থ মন্ত্রণালয় ৭৩৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুমোদন করেছে। অক্সিজেন সরবরাহ খাতে ২৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৬৩ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। আরো ৪৩ কোটি ৪২ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৩৬ টাকার অর্থছাড় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চিকিৎসা ও শৈল্য চিকিৎসা খাতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত খাত থেকে এ পর্যন্ত ৪০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। কোয়ান্টাইন খাতে ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ থেকে ৩৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ১ হাজার ২৬৬ টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

(২৫) উন্নয়ন খাতের বাজেট:

- বিশ্বব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় 'কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস' শীর্ষক প্রকল্পটি ১,১২,৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৭,৭৫১.৬১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২ জুন ২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে AIIB এ প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Co-lending করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনে করোনা ভ্যাক্সিন ক্রয় বাবদ ৬০০ কোটি টাকা এবং রেপিড এন্টিজেন টেস্ট চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ সংস্থান করা হয়েছে;
- এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর সহায়তায় 'কোভিড-১৯ রেসপন্স ইমারজেন্সি এ্যাসিসটেন্টস' শীর্ষক প্রকল্পটি ১,৩৬,৪৫৬.৩৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫১,৪৫৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৪,৯৯৬.৮৭ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১২ মে ২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ০২ জুন ২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। এছাড়া এডিবি'র অনুদান সহায়তায় ২.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে সমমূল্যের লজিস্টিক

(মাস্ক, গ্লাভস ইত্যাদি) সাপোর্ট এবং ৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মেডিকেল যন্ত্রপাতি, মেডিসিন এবং ভ্যাক্সিন সরবরাহের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- বিশ্বব্যাংকের 'Pandemic Emergency Financing Facility (PEF)' খাত থেকে অনুদান সহায়তা হিসাবে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য ১৪.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা বরাদ্দ প্রদান করেছে;
- দক্ষিণ কোরিয়া সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারকে বাজেট সহায়তা হিসাবে বাংলাদেশকে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নমনীয় ঋণ সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে;
- কোভিড মোকাবেলায় জাপান সরকার ৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মেডিকেল যন্ত্রপাতি অনুদান সহায়তা হিসাবে প্রদান করছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ইআরডির সাথে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে Exchange of Note স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

(২৬) কোভিড-১৯ সংক্রমণ পুনরায় বৃদ্ধির সম্ভাবনায় দ্বিতীয় ঢেউ এর প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা:

চিত্র: ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলার প্রস্তুতি বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারী সারা বিশ্বে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশেগত ৮ মার্চ থেকে শুরু হয়ে কোভিড-১৯ এর প্রকোপ কমে এলেও এর দ্বিতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা অমূলক নয়। সম্ভাব্য ঢেউ এর জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তুতিসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছেঃ

- কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশে প্রস্তুতি ও মোকাবেলা পরিকল্পনা (বিপিআরপি) অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে, তা আরো জোরদার করা হবে;
- কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার জন্য দুইটি ইনডিকেটর বা সূচক প্রতি সপ্তাহে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এক) কোভিড-১৯ রোগীর সাপ্তাহিক সংখ্যা যদি পরবর্তী সপ্তাহে ৫০ শতাংশ বেড়ে যায়; দুই) এক সপ্তাহে রোগী সনাক্তের গড় হার যদি পরবর্তী সপ্তাহে গড় হারে ৫০ শতাংশ বেড়ে যায়– এ দুটি নির্দেশকের যে কোন একটি যদি চার সপ্তাহ ধরে বজায় থাকে তবে সেটা দ্বিতীয় ঢেউয়ের সূচনা বলে গণ্য করা যাবে;

(২৭) **জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা:**

- কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দকে ও কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য গঠিত কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ কে সম্পৃক্ত করা হবে;
- কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ও মাস্ক পরার জন্য গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া) স্বাস্থ্যশিক্ষা বার্তা, টি ভিসি ইত্যাদি ব্যাপক হারে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে;

(২৮) **আন্তর্জাতিক বন্দরসমূহে কার্যপরিকল্পনা:**

- দেশের সকল আন্তর্জাতিক বন্দরে হেলথ স্ক্রিনিং বুথ/ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে তা আরো বৃদ্ধি করা হবে। হেলথ স্ক্রিনিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে;
- বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীর কোভিড-১৯ সনদ ও হেলথ ডিক্লারেশন ফরম পরীক্ষা করা হচ্ছে, কেউ কোভিড-১৯ নেগেটিভ সনদ ছাড়া চলে আসলে তাকে আবশ্যিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে প্রেরণ করা হচ্ছে। বিদেশ থেকে আগত প্রত্যেক যাত্রীকে কোভিড-১৯ পিসিআর নেগেটিভ সনদ নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক করার জন্য সিভিল এভিয়েশন ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক বন্দরসমূহে আগত যাত্রীদের মধ্যে যাদের উপসর্গ রয়েছে তাদেরকে নির্ধারিত হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে;
- সকল আন্তর্জাতিক বন্দরে থার্মাল স্ক্যানার/ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে যাত্রীদের তাপমাত্রা নিরূপণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং আইওএম এর সহযোগিতায় পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বন্দরে ডিজিটাল থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন করা হবে;
- বর্তমানে বিদেশ থেকে যাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে প্রেরণ করা যাত্রীদের যত দ্রুত সম্ভব কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সে অনুযায়ী কোভিড-১৯ নেগেটিভ হলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন থেকে হোম কোয়ারেন্টিনে প্রেরণ করা হবে;
- স্বাস্থ্য, ইমিগ্রেশন ও সিভিল এভিয়েশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হচ্ছে তা আরো জোরদার করা হবে;
- বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীর হোম কোয়ারেন্টিন জোরদার করার জন্য বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের দৈবচনিক উপায়ে নির্বাচন করে ফোন করা হচ্ছে ঘরে থাকতে উৎসাহিত করার জন্য। এ কার্যক্রমের ব্যাপ্তি আরো বৃদ্ধি করা হবে।

(২৯) **পাবলিক হেলথ এবং সামাজিক উদ্যোগ:**

- সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অংশিদারগণ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় ঝুঁকি সংযোগ ও কমিউনিটি অংশগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা আরো জোরদার করা হবে;
- জনসমাগম স্থলে ও প্রকাশ্য স্থানে হাত ধোয়ার স্থাপনাগুলোর সংখ্যা আরো বহুগুণ বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- অফিস, পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহনে সঠিকভাবে মাস্ক পড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য 'নো মাস্ক, নো সার্ভিস' নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য বিনামূল্যে কাপড়ের মাস্ক সরবরাহের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে;
- জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক ব্যবস্থাদি কার্যকর করার জন্য কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগানোকে উৎসাহিত করা হবে এবং তাদেরকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে উদ্যোগ নেবার জন্য অনুরোধ করা হবে।

(৩০) **কোভিড-১৯ পরীক্ষা ও কন্টাক্ট ট্র্যাসিং:**

- টেস্ট ফলাফল মূল্যায়ন, তথ্যের গুণাগুণ মূল্যায়ন, ল্যাবরেটরি স্টাফদের কর্মসম্পাদন প্রভৃতি মূল্যায়ন ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরি (আইইডিসিআর)-তে প্রেরণ করা এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকল্পে আইইডিসিআর কর্তৃক অর্জিত অভিজ্ঞতা শেয়ার করা হচ্ছে এবং টেস্টসমূহের সঠিক মান নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি করা হবে;

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে রোগী সনাক্তের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ও দ্রুত রোগ সনাক্ত করা হবে;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী জেলাভিত্তিক প্রতি সপ্তাহে কোভিড-১৯ রোগীর নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার সংখ্যা নিশ্চিত করা হবে। প্রয়োজনে কোভিড-১৯ ল্যাবরেটরিসমূহে নতুন পিসিআর মেশিং ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে;
- কোভিড-১৯ টেস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া (ক্যাশ, নগদ, বিকাশ), নিবন্ধন করা, রিপোর্ট প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রক্রিয়া সহজতর করা হবে;
- কন্টাক্ট ট্রেসিং এর জন্য স্থানীয় সরকারের জনবল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত করে তাদের মাধ্যমে রোগের উপসর্গ আছে এমন লোকদেরসহ, সকল ক্লোজ কন্টাক্টদের কন্টাক্ট ট্রেসিং এর মাধ্যমে নতুন রোগী খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে জোরদার করা হবে;
- ডাটা ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে (মবিলিটি ডাটা) রোগের সম্ভাব্য বিস্তার নির্ণয় করে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়ে রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

(৩১) **কোভিড-১৯ ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট:**

- কোভিড-১৯ ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন হালনাগাদের লক্ষ্যে ৮ম সংস্করণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। উক্ত গাইডলাইন দেশের সকল হাসপাতালে সরবরাহ করা হবে এবং গাইডলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে;
- টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে মেডিকেল কলেজ থেকে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা হাসপতালে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে;
- বর্তমানে সারাদেশে কোভিড-১৯ ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এর জন্য মোট ১১,৭৩০টি সাধারণ শয্যা, ৫৬৪টি আইসিইউ শয্যা, ৫৬২টি হাইফ্লো ক্যানোলা ও ৩৫৮টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর প্রস্তুত আছে এবং প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হবে;
- কোভিড-১৯ এর উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই এর ব্যবস্থা করা হবে;
- কোভিড-১৯ এর পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় নন-কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যসেবা (প্রসূতিসেবা, শিশুস্বাস্থ্য, হৃদরোগ ইত্যাদি) চালু রাখার সকল ব্যবস্থা করা হবে।

(৩২) **গবেষণা, সার্ভিল্যান্স, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিন:**

- চলমান বিশ্ব মহামারী নিয়ন্ত্রনে ব্যাপক গবেষণা অপরিহার্য। নতুন কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে ও মৃত্যু হ্রাসে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হবে ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপন করা হবে;
- সংজ্ঞা অনুযায়ী ও ঘটনাভিত্তিক সার্ভিল্যান্সের মাধ্যমে রোগীর অনুসন্ধান জোরদার করা হচ্ছে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিল্যান্স প্লাটফর্ম ব্যবহার করে কোভিড-১৯ সার্ভিল্যান্সকে আরো বিস্তৃত করা হবে। কমিউনিটিতে সক্রিয় সার্ভিল্যান্সের মাধ্যমে রোগী সনাক্ত করে সম্ভব হলে বাড়ীতে আইসোলেশন ও কন্টাক্ট ট্রেসিং এর মাধ্যমে সনাক্তকৃত ব্যক্তিদেরকে বাড়ীতে কোয়ারেন্টিন করতে হবে। সম্ভব না হলে তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশন ও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা করা হবে। যারা বাড়ীতে আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিন করবেন প্রয়োজনে তাদেরকে সামাজিক সহায়তা দেওয়া হবে;
- দেশে-বিদেশে উদ্ভাবিত কোভিড-১৯ টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং টিকা প্রাপ্তির দ্রুততম সময়ে টিকা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ও বাস্তবায়ন করা হবে।

(৩৩) **গৃহীত কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা:**

- দেশের বেশিরভাগ জনগণ জানে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে কিন্তু বাস্তবে ব্যবহার করে না;
- জনসংখার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন;

- বিদেশ থেকে বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকা থেকে আগত যাত্রীদের অনেকেই কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট আনে না;
- যাত্রীদের মধ্যে কেউ যদি উপসর্গবিহীন অবস্থায় থাকে তাহলে অন্য যাত্রীদের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে;
- যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই যাত্রা যাতে ব্যাহত না হয় অথবা কোয়ারেন্টিন/আইসোলেশন থেকে রক্ষা পেতে মেডিসিন খেয়ে থাকে তাদের জ্বর কিংবা অন্যান্য লক্ষণ হেলথ স্ক্রিনিং-এ ধরা নাও পড়তে পারে;
- বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণে দেখা যায় যে উপসর্গবিহীন রোগী বেশি (প্রায় ৮০ শতাংশ)। তাই রোগের সংক্রমণের ব্যাপ্তি সহজে জানা যায় না;
- করোনার রেপিড টেস্টগুলি ফল্‌স পজেটিভ এবং ফল্‌স নেগেটিভ বেশি থাকে;
- দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য অনেক বিধি নিষেধ মানা সম্ভব হয় না।

(৩৪) **সীমাবদ্ধতা উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশঃ**

- মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- বারবার ব্যাবহারের জন্য কাপড়ের মাস্ক বিনা মুল্যে সরবরাহ করতে হবে;
- জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে;
- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে বারবার হাত ধোয়ার ব্যাপারে প্রচারনা চালাতে হবে;
- গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে তরল সাবানসহ হাত ধোয়ার স্টেশন স্থাপন করতে হবে।